বিশেষ ক্রোড়পত্র

# মেঘনাঘাট ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ও মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে

১১ জুন ২০১১



চেয়ারম্যান
সামিট গ্রুপ

## বাণী

আমি উচ্ছসিত যে, বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর-এ একটি কোম্পানী সামিট গ্রুপ ১৫০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছে। ১০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করছে বিদ্যুৎ এর অবকাঠামো খাতে। নিঃসন্দেহে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতির জন্য একটি স্বস্তির খবর। এর অংশীদার হতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারাটা সত্যই আনন্দের। সামিট গ্রুপ সেই সুযোগটা পেয়েছে। বিদ্যমান বিদ্যুৎ সংকট অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটা বড় অন্তরায়। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার নিজেদের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এর অংশ হিসাবে, নতুন বৃহৎ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ১২ মে, ২০১১ বাংলাদেশ সরকার চুক্তিবদ্ধ হয় ৩টি আইপিপি (Independent Power Producer) এর সঙ্গে। এই ৩টি আইপিপি প্ল্যান্ট সামিট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন (প্রাঃ) লিমিটেড এর আওতাভুক্ত। সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এই তিনটি পাওয়ার প্ল্যান্টের একটি। উল্লেখ্য যে, সামিট গ্রুপ এ পর্যন্ত ৫৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

মেঘনাঘাট পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বৈশিষ্ট্য হলো এটি দ্বৈত জ্বালানি (Dual Fuel) ব্যবহার করে চালানো যাবে। যদি কখনও গ্যাসের সংকট তৈরী হয়, Heavy Furnace Oil ব্যবহার করে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চলমান রাখা সম্ভব হবে। বর্তমান গ্যাসের মূল্যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রতি কিলোঘন্টা মূল্য ২টাকার নিচে পড়বে। সরকারি-বেসরকারি সম্মিলিত উদ্যোগের একটি নজির হয়ে থাকবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। এটা রাজধানী ঢাকার জন্য Electricity Security ও বটে। তিতাস গ্যাস এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এই কেন্দ্রটিতেও প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ করবে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ কিনে নেবে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৩৩৫ মেগাওয়াট।

সরকারের সহযোগিতায় বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়নে অবদান রাখবে। উন্নয়ন ঘটবে দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতির। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের। দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকেও বাস্তবে রূপ দেওয়া সহজ হবে।

মুহাম্মদ আজিজ খান

২০১৬ সাল পর্যন্ত বছরওয়ারী বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহ চিত্র নিম্নের ছক-৩ এ দেখানো হলো ঃ

ছক-৩ ঃ ২০১৬ সাল পর্যন্ত বছর ভিত্তিক সম্ভাব্য বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহ

| বছর | ২০১১ | ২০১২ | ২০১৩ | ২০১৪ | ২০১৫ | ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সম্ভাব্য চাহিদা (মেঃওঃ) | ৬৭৬৫ | ৭৫১৮ | ৮৩৪৯ | ৯২৬৮ | ১০২৮৩ | ১১৪০৫ |
| সম্ভাব্য সরবরাহ (মেঃওঃ) | ৫৯৪৫ | ৭৫৭৫ | ৯৫৭৮ | ১০৪৯১ | ১২১৯৭ | ১৩৫৫৪ |

### প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন

সরকার গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাযথভাবে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ শুরু করে। এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে সর্বমোট ৪৫০৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৯টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। বাকী ৩৩০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে (ছক-৪)। এছাড়া ৩৮৭৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার সরকারি খাতে ৩টি এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি) ২৭টি সহ মোট ৩০টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন (টেন্ডার আহ্বান) রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে আগামী ৬ মাসের মধ্যে যার চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে (ছক-৫)।

ছক ঃ ৪

২০১৬ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা ঃ নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ

#### রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

| ক্রঃ নংঃ | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম | স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানির ধরন | চালুর সম্ভাব্য সময় | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | সিদ্ধিরগঞ্জ (ডাচ বাংলা পাওয়ার) | ১০০ | এইচএফও | জুন, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ০১.০৭.১০ নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্নঃ ৮৫% |
| ২। | কেরানীগঞ্জ (পাওয়ার প্যাক) | ১০০ | এইচএফও | জুন, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ০৮.০৭.১০ নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্নঃ ৭৮% |
| ৩। | আমনুরা (সিনহা পাওয়ার) | ৫০ | এইচএফও | জুলাই, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ১৫.০৭.১০ নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৮৮% |
| ৪। | মেঘনাঘাট, (এইচপিজিএল) | ১০০ | এইচএফও | জুলাই, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ২৮.০৬.১০ নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্নঃ ৪৭% |
| ৫। | নোয়াপাড়া, যশোর রেন্টাল | ১০৫ | ফার্নেস অয়েল | আগষ্ট, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ০৪/০২/২০১০ নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্নঃ ৮৭% |
| ৬। | জুলদা, কর্ণফুলী (একর্ণ ইনফ্রা) | ১০০ | এইচএফও | আগষ্ট, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ০৬.০৭.১০ নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্নঃ ৭২% |
| ৭। | কাটাখালী, রাজশাহী (এনপিএসএল) | ৫০ | এইচএফও | অক্টোবর, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ২৭.০৭.১০ নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্নঃ ৬৪% |
| | মোট | ৬০৫ | | | |

#### আইপিপি

| ক্রঃ নং | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম | স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানির ধরন | চালুর সম্ভাব্য সময় | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | বিবিয়ানা ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (১ম ইউঃ) | ৩৪১ | গ্যাস | জিটি : মার্চ, ২০১৩ এসটি : মার্চ, ২০১৪ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ১২.০৫.২০১১ |
| ২। | বিবিয়ানা ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউঃ) | ৩৪১ | গ্যাস | জিটি :এপ্রিল, ২০১৩ এসটি :এপ্রিল, ২০১৪ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ১২.০৫.২০১১ |
| ৩। | মেঘনাঘাট ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউঃ) | ৩৩৫ | গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল | জিটি :এপ্রিল, ২০১৩ এসটি :এপ্রিল, ২০১৪ | চুক্তি স্বাক্ষরিত ঃ ১২.০৫.২০১১ |
| | মোট | ১০১৭ | | | |

#### সরকারি খাত

| ক্রঃ নং | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম | স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ) | জ্বালানির ধরণ | চালুর সম্ভাব্য সময় | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ফরিদপুর পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৫৪ | ফার্নেস অয়েল | জুলাই, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ২৬.৪.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৮৬.৫০% |
| ২। | দাউদকান্দি পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৫২ | গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল | জুলাই, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ১৩.৫.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৮৩.৫৪% |
| ৩। | বাঘাবাড়ী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৫২ | ফার্নেস অয়েল | জুলাই, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ১৩.৫.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৬৬.৬৭% |
| ৪। | বেড়া, পাবনা পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৭১ | ফার্নেস অয়েল | আগষ্ট, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ২৬.৪.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৭৩.০০% |
| ৫। | গোপালগঞ্জ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১০৯ | ফার্নেস অয়েল | আগষ্ট, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ২৬.৪.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৭৯.৫০% |
| ৬। | দোহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১০২ | ফার্নেস অয়েল | সেপ্টেম্বর, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ২৬.৪.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৭৩.৫৮ % |
| ৭। | হাটহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৯৮ | গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল | সেপ্টেম্বর, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ২৬.৪.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৬৭.৫৪% |
| ৮। | সিলেট ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট | ১৫০ | গ্যাস | অক্টোবর , ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ৮.২.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৬১% |
| ৯। | গাজীপুর (আরপিসিএল) | ৫০ | গ্যাস/ এইচএফও | নভেম্বর, ২০১১ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ২৪.০৮.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ২৫.৩০% |
| ১০। | চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি | ১৬৩ | গ্যাস | মার্চ , ২০১২ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ৮.২.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ৬০% |
| ১১। | সান্তাহার, নওগাঁ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৫০ | ফার্নেস অয়েল | মার্চ , ২০১২ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ১৮.১০.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ২৬.৫% |
| ১২। | কাটাখালী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৫০ | ফার্নেস অয়েল | এপ্রিল , ২০১২ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ১৮.১০.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ২৬.২৫% |
| ১৩। | সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি | ১৫০ | গ্যাস/ ডিজেল | জুলাই, ২০১২ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ১২.১০.২০১০। নির্মাণকাজ কাজ সম্পন্ন ঃ ২১.৩৩% |
| ১৫। | হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি | ৩৬০ | গ্যাস | জুলাই, ২০১৩ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ০৯.০২.২০১১। |
| ১৪। | রাউজান, চট্টগ্রাম | ২০ | গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল | জুলাই, ২০১২ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ২৩.০৩.২০১১ । |
| ১৬। | খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি | ১৫০ | গ্যাস/ ডিজেল | মার্চ, ২০১৩ | চুক্তি স্বাক্ষরিত: ১২.০৫.২০১১ । |
| | মোট | ১৬৮১ | | | |

#### নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ ঃ সারসংক্ষেপ

| ক্রঃ নং | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরন | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ) |
|---|---|---|---|
| ০১। | রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১ | ১০৫ |
| ০২। | কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ৬ | ৫০০ |
| ০৩। | আইপিপি | ৩ | ১০১৭ |
| ০৪। | সরকারি | ১৬ | ১৬৮১ |
| | মোট | ২৬ | ৩৩০৩ |

২০১৬ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা ঃ ক্রয় প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ
সারসংক্ষেপ ঃ

| ক্রঃ নং | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরন | বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা | স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ) |
|---|---|---|---|
| ০১। | বেসরকারি | ২৭ | ২৯৮৯ |
| ০২। | সরকারি | ৩ | ৮৯০ |
| | মোট | ৩০ | ৩৮৭৯ |

### প্রকল্প অর্থায়ন

সরকারি ও বেসরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহে আগামী ২০১৬ সাল নাগাদ প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন নিশ্চিত করা একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। সরকার প্রথমবারের মত এ খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছে। ৮২০ মেঃওঃ পিকিং প্রকল্পে সরকার ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর বেশী অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অন্যান্য প্রকল্পসমূহের জন্য আরো ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর স্থানীয় মুদ্রার যোগান দেয়া নিশ্চিত করেছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহও এখন বড় ধরনের বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে। উৎপাদন প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি বড় অংশ বেসরকারি খাত থেকে আশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে রেন্টাল কুইক রেন্টাল প্রকল্প সমূহে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন চূড়ান্ত করে নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও ভারতের NTPC এর সাথে যৌথ উদ্যোগে অন্যতম বৃহৎ কয়লাভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াট প্রকল্পে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যৌথ বিনিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া বেসরকারি খাত থেকে আরো প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আশা করা হচ্ছে।

### কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট

সরকার ২০০৮ সালে প্রণীত 'এনহ্যান্সড্ প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ইন পাওয়ার সেক্টর' শীর্ষক পলিসি আপডেট করে সরকারি সংস্থা কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়ের সীমা ৩০ শতাংশে উন্নীত করেছে। ফলে কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহিত হবেন। কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বাকী ৭০% বিদ্যুৎ স্পন্সরগণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনায় সরবরাহ করতে পারবেন। এতে করে শিল্প গ্রাহকগণ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিবর্তে কমমূল্যে বিদ্যুৎ পাবেন এবং পণ্যের উৎপাদন খরচ কম হবে।

### ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বিরাজমান গ্যাস সংকট এর প্রেক্ষাপটে সরকার ২০০৯ সালেই দীর্ঘমেয়াদী (২০৩০ সাল পর্যন্ত) মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি পাওয়ার সিস্টেম মাষ্টার প্ল্যান ২০১০ স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় জিডিপি'র উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা সাপেক্ষে বিদ্যুৎ এর চাহিদা মেটাতে আগামী ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রয়োজন হবে।
২০৩০ সাল নাগাদ জ্বালানির ধরন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হবে নিম্নরূপ ঃ

- নিজস্ব ও আমদানিকৃত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ১৯,০০০ মেগাওয়াট
- নিউক্লিয়ার ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ৪,০০০ মেগাওয়াট
- গ্যাস ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন - ৯,০০০ মেগাওয়াট
- আঞ্চলিক গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ আমদানি - ৩,৫০০ মেগাওয়াট
- অন্যান্য (তরল জ্বালানি, হাইড্রো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি) থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন - ২,৭০০ মেগাওয়াট

### উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানি/ ভবিষ্যতে রপ্তানীর লক্ষ্যে কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে দুদেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে সিদ্ধান্তের আলোকে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপন ও HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রিড ইন্টারকানেকশন এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত সরকার তাদের কর্তৃত্বাধীন "Unallocated Resource" থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প সমূহ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

### নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বাণিজ্যিক উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে Sustainable Energy Development Agency (SEDA) নামে একটি কেন্দ্রীয় একক প্রতিষ্ঠান গঠনের কার্যক্রম
- উত্তরাঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম
- ইডকলের সহায়তায় গ্রামীণ জনপদে এ পর্যন্ত প্রায় ৯ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন
- চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৫০-২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০-১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার (গ্রিডে সংযুক্ত) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৪টি স্থানে) স্থাপনের কার্যক্রম

### প্রি-পেইড মিটার

দেশে বর্তমানে ৫৬,০০০ প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক রয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যে ৩৫,০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের জন্য পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া আগামী ২০১২ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে আরো ২২ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে। ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে ঃ

- ২০০-৩০০ মেঃওঃ চাহিদা কমবে
- সিস্টেম লস হ্রাস পাবে
- বিদ্যুৎ বিল বকেয়া কম হবে
- লোড নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লোড ম্যানেজমেন্ট সহজতর হবে

### বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি একটি ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লোড ম্যানেজমেন্টের আওতায় নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

- শিল্প প্রতিষ্ঠানে হলিডে স্ট্যাগারিং কার্যকর করা ও অব্যাহত রাখা
- রাত ৮ টার পর শপিং মল ও মার্কেট বন্ধ রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
- সকল সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিনামূল্যে গ্রাহকদেরকে প্রায় ১.০৫ কোটি ইফিসিয়েন্ট বৈদ্যুতিক বাতি (সিএফএল) প্রদান করা হয়েছে এবং আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে আরো ১.৭৫ কোটি বাল্ব স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
- সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অফিসে এয়ারকন্ডিশনারের তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াসের নিচে না রাখা এবং পিক আওয়ারে এয়ারকন্ডিশন ব্যবহার না করতে গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

### সঞ্চালন ও বিতরণ

বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ



চেয়ারম্যান
আই.ই.এল. কনসোর্টিয়াম এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ
ওরিয়ন গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান

## বাণী

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ সেক্টরে সূচিত ব্যাপক অগ্রযাত্রায় ওরিয়ন গ্রুপ নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পেরে গর্বিত এবং আনন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০০ মেঃ ওঃ এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে ওরিয়ন গ্রুপের সাফল্যের ভান্ডারে আজ একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। সেই সাথে দেশের জাতীয় গ্রিডেও যুক্ত হলো আরও ১০০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ যা দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে পশ্চাৎপদতার কারণে যখন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ক্রমশঃ ব্যহত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও উন্নয়নের সংকল্প নিয়ে এর চাহিদা ও সরবরাহের অসম সমীকরণের মুখোমুখি হয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি সাহসী, সময়োপযোগী ও দ্রুত সিদ্ধান্তের কারণে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত ইতোমধ্যেই আলোর মুখ দেখতে শুরু করছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং প্রেরণায় ওরিয়ন গ্রুপ সীমিত সময়ের মধ্যে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে একদল সুদক্ষ, প্রত্যয়ী ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর অদম্য প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করতে পেরেছি। যদিও এরকম একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেধে দেয়া ৯ (নয়) মাস খুবই অল্প সময়।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মূল চাবিকাঠি হলো বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন। আমরা প্রমাণ করেছি আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা থাকলে যে কোন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। প্রকল্প নির্মাণের কোন ধাপে আমরা এর গুণগত মান রক্ষায় কোন ধরনের কম্প্রোমাইজ করিনি যার প্রমাণ হিসাবে প্রকল্পের মূল ইঞ্জিন সহ সকল আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতিই সম্পূর্ণ নতুন এবং সরবরাহ করা হয়েছে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিখ্যাত সোর্স থেকে। ওরিয়ন গ্রুপ বর্তমানে বিদ্যুৎ এবং এনার্জি সেক্টরে আরও কয়েকটি মাঝারি ও বড় মাপের প্রকল্পের ওপর প্রাথমিক কাজ শুরু করছে এবং ভবিষ্যতেও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশের বিদ্যুৎখাত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

এই প্রকল্পের সার্বিক সাফল্যের জন্য আই. ই. এল. কনসোর্টিয়াম এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ সহ এর সাথে জড়িত ওরিয়ন গ্রুপের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদেরকে এবং সেই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় এবং বিপিডিবি সহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

মোহাম্মদ ওবায়দুল করিম

- জুন, ২০১০ পর্যন্ত নির্মিত মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৪৬৫ সার্কিট কিলোমিটার এবং গ্রিড উপকেন্দ্র সমূহের ক্ষমতা প্রায় ১৬৬৯৯ এমভিএ তে বৃদ্ধি পেয়েছে
- সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ইভ্যাকুয়েশনের জন্য ৪০০ কেভিএ এর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কার্যক্রম
- সারাদেশে গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া ও নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম
- চলমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ৬০,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ

### ট্যারিফ

গ্যাস সংকট বিবেচনায় কয়লা ও জ্বালানি তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিদ্যুতের সরবরাহ মূল্য আরো বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে বিদ্যুতের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং এ মূল্য বৃদ্ধি ধাপে ধাপে করা যুক্তিসংগত যাতে গ্রাহকদের কাছে সহনীয় হয়। তবে দরিদ্র গ্রাহকদের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনায় লাইফ লাইন ট্যারিফ (অনুর্ধ্ব ৫০ ইউনিট ব্যবহারকারী আবাসিক গ্রাহকদের জন্য) অব্যাহত রাখা যুক্তিযুক্ত। সম্প্রতি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাল্ক বিদ্যুৎ ট্যারিফ প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধির আদেশ জারি করেছে। পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ এর ট্যারিফ সরবরাহ মূল্যের সাথে সমন্বয় করা এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হলে একই সাথে বিদ্যুৎ এর মূল্য সমন্বয় করা বিদ্যুৎ খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরী। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিদ্যুতের গড় উৎপাদন ব্যয় ৪.০৬ টাকা এবং গড় বাল্ক বিক্রয় মূল্য ২.৬২ টাকা। এই তারতম্যের জন্য ২০১০ - ২০১১ অর্থবছরে সরকারকে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে।

### পরিশেষে

সরকারের ভিশন অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে সকল জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। একই সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলারও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ও পুঁজিঘন এ সকল প্রকল্পে বিনিয়োগ ও সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের অবশ্যই সফল হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমন্বিত প্রচেষ্টা।



### IEL মেঘনাঘাট ১০০ মেঃওঃ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- প্রকল্পের নাম: মেঘনাঘাট ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট।
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: আই, ই, এল কনসোর্টিয়াম এন্ড এসোসিয়েটস লি:, ওরিয়ন গ্রুপ।
- বিদ্যুৎ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ৩০ জুন, ২০১০।
- বাস্তবায়নের সময়: ৯ মাস।
- উৎপাদন শুরুর তারিখ: ৮ মে, ২০১১।
- উৎপাদন ক্ষমতা : ১০০ মেগাওয়াট।
- ইঞ্জিন মডেল : ওয়ার্টসিলা ২০ভি৩২।
- ইঞ্জিন সংখ্যা ও ক্ষমতা : ১২টি, প্রতিটি ৮৯২৪ কিলোওয়াট।
- প্রস্তুতকারী দেশ: ফিনল্যান্ড।
- জ্বালানী: এইচ এফ ও।
- জমির পরিমাণ: ০৮ একর।

### SUMMIT মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কঃসাঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- প্রকল্পের নাম: মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট।
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: সামিট মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড।
- বিদ্যুৎ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ১২ মে, ২০১১।
- বাস্তবায়নের সময়: ৩৬ মাস।
- বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ (এসসি): এপ্রিল ২০১৩।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা: ৩৩৫ মেগাওয়াট।
- ইঞ্জিন মডেল ও সংখ্যা: জেনারেল ইলেকট্রিক গ্যাস টারবাইন ৯১৭১ই-২টি, এইচআরএসজি-২টি, ষ্টিম টারবাইন-১টি।
- প্রস্তুতকারী দেশ: ফ্রান্স ও চীন।
- জ্বালানি: গ্যাস ও এইচএফও
- জমির পরিমাণ: ২৫ একর।





প্রকাশনায় ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়